60359 - কোন ক্ষতির শিকার না হয়ে তাবিজ-কবচ থেকে মুক্ত হওয়া যায় কিভাবে?

প্রশ্ন

এক লোক আমার বাসায় কাজ করে। আমার পিতা তাকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, সে বদনজরে আক্রান্ত। তিনি তার জন্য একটি পাথর নিয়ে এসে বললেন: পাথরটি তোমার পকেটে রাখ; যাতে করে এটি তোমাকে বদনজর থেকে রক্ষা করে। কিছুদিন পর তার জন্য একটি কাগজ নিয়ে আসলেন সে কাগজে লেখা ছিল: ا, ب, ع, د (আরবী বর্ণ)। কাগজটির নীচে লেখা ছিল: الله الحامي (আল্লাহ্ই রক্ষাকারী)। আরও কিছু অবোধগম্য লেখা, নকশা ও আঁকিবুকি ছিল। আমরা এ কাগজটি থেকে মুক্ত হতে চাই। যেহেতু এটি শরিয়ত অনুমোদিত নয়। কিন্তু আমরা জানি না এর ক্ষতির শিকার না হয়ে কিভাবে এর থেকে মুক্ত হতে পারি। আমরা আপনাদের কাছ থেকে কিছু উপদেশ বাণী ও কল্যাণকর কথা আশা করি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

বদনজর লাগা সত্য; যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন। এর থেকে বাঁচতে হবে শরিয়ত অনুমোদিত রুকিয়া (ঝাড়ফুঁক) এবং প্রাত্যহিক দোয়াদুরুদের মাধ্যমে; কবিরাজ ও যাদুকরের যে কবচ দেয় ও তাবিজ লিখে সেগুলো দিয়ে নয়। বদনজরের স্বরূপ ও বাঁচার উপায় জানতে দেখুন: 20954 নং ও 11359 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

বদনযর কিংবা যাদু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাথর বা তাবিজ সাথে রাখা নিষিদ্ধ তাবিজ লটকানোর মধ্যে পড়বে। উকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, "একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একদল লোক উপস্থিত হল। তিনি দলটির নয়জনকে বাইআত করান। একজনকে বাইআত করাননি। তারা (সাহাবীরা) বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি নয়জনকে বাইআত করিয়েছেন; একে করাননি কেন? তিনি বললেন: তার সাথে কবচ রয়েছে। তখন লোকটি হাত ঢুকিয়ে কবচটি ছিঁড়ে ফেলে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাইআত করালেন। আর বললেন: যে ব্যক্তি কবচ

লটকালো সে শরিক করল।"[মুসনাদে আহমদে (১৬৯৬৯), শাইখ আলবানী 'আস-সলিসলিাতুস সাহহিা' গ্রন্থে (৪৯২) হাদীসটকিে সহহি বলছেনে]

উকবা বনি আমরে (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, আমি রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেি যে, তনিি বলনে: "যে ব্যক্তি কবচ ঝুলাবে আল্লাহ্যনে তার উদ্দশ্যে পূরণ না করনে। যে ব্যক্তি ودعة(পাথর) লটকাবে আল্লাহ্যনে তাকে স্বস্ততিে না রাখনে।"[ইমাম আহমাদ (১৭৪৪০); আরনাউত হাদসিটকিে 'হাসান' বলছেনে]

ودعة: শব্দটি ودع শব্দরে একবচনরে রূপ। অর্থ- সমুদ্র থকেে সংগৃহীত পাথর যা বদনযরকে প্রতহিত করার জন্য তারা ঝুলাত।

খাত্তাবী (রহঃ) বলনে: "تَمِيْمَة (কবচ) সম্পর্কে বলা হয় এটি এক ধরণরে পুঁতি যা তারা বপিদাপদকে প্রতহিত করার জন্য লটকাতো"।

বাগাভী বলনে: تَمَائِم শব্দটি تَمِيْمَة শব্দরে বহুবচন। অর্থ- এক ধরণরে পুঁতি যা বদেুইনরা তাদরে সন্তানদরে গলায় ঝুলয়িে দতি; বদনযর থকেে বাঁচানোর বশি্বাস থকেে; শরয়িত সটোকে বাতলি ঘোষণা করছে"।[আত-তারফিাত আল-ইতকিাদয়িযা (পৃষ্ঠা-১২১)]

আলমেগণরে দুটো অভমিতরে মধ্যে বশিুদ্ধ অভমিত হচ্ছে তাবজি-কবচ লটকানো হারাম; এমনকি সটো যদি কুরআন দয়িে হয় তবুও। দখেুন: 10543 নং প্রশ্নোত্তর। আর পক্ষান্তরে, যে তাবজিে এমন বর্ণ ও অপরচিতি শব্দাবলী রয়ছেে সে সব তাবজি হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভদে নাই। সগেুলো যাদু হওয়া বা জ্বনিকে ব্যবহার করা থকেে নরিাপদ নয়।

তনি:

কোন তাবীয-কবচ ও যাদুকর্ম পাওয়া গলেে সটো থকেে মুক্তি লাভরে উপায় হল যদি এতে গঁটি থাকে তাহলে সগেুলো খুলে ফলো। এর অংশগুলোর একটি থকেে অপরটকিে বচ্ছিন্নি করা। এরপর পুড়য়িে বা অন্য কোনভাবে সগেুলোকে ধ্বংস করে ফলো। যহেতেু যায়দে বনি আরকাম (রাঃ) এর হাদসিে সাব্যস্ত হয়ছেে যে, "এক ইহুদী লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে আসত এবং তনিি তাকে নরিাপদ মনে করতনে। সইে লোক তাঁকে যাদু করার জন্য সুতাতে গঁটি দয়িে সটো জনকৈ আনসারী সাহাবীর কূপে রখেে দয়ে। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কছিুদনি অসুস্থ থাকনে। আয়শো (রাঃ) এর হাদসি অনুযায়ী: ছয়মাস। এরপর দুইজন ফরেশেতা তাঁকে দখেতে এল। তাদরে একজন তাঁর মাথার কাছে বসল। অপরজন তাঁর পায়রে কাছে বসল। তাদরে দুইজনরে একজন বলল: তুমি কি জান তাঁর অসুখটা কী? সে বলল: অমুক লোকটি যে

তাঁর কাছে আসত সেই লোক তাঁর জন্য সুতায় গিঁট মেরে (যাদু করে) অমুক আনসারীর কূপে ফেলে দিয়েছে। তিনি যদি সেই গিঁটিরে সুতাটি উঠানোর জন্য লোক পাঠান সে দেখতে পাবে যে, কূপের পানি হলুদ হয়ে গেছে। এরপর তাঁর কাছে জিব্রাইল (আঃ) আসলেন এবং সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস নাযিল করলেন। তিনি বললেন: জনকৈ ইহুদী লোক আপনাকে যাদু করেছে। ঐ যাদুকর্মটি অমুক লোকের কূপে আছে। বর্ণনাকারী বলেন: তখন তিনি আলী (রাঃ) কে পাঠালেন। তিনি গিয়ে দেখলেন কূপের পানি হলুদ হয়ে গেছে। তিনি সুতাটি উঠালেন এবং সেটি নিয়ে হাযির হলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একটি করে আয়াত পড়ে গিঁটিগুলো খোলার আদেশ দেন। তিনি আয়াত পড়ে পড়ে গিঁট খুলতে লাগলেন। যখনই কোন একটি গিঁট খোলা হত তখনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা হালকা বোধ করতেন। এভাবে তিনি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠেন।"[আলবানী 'সিলসিলাতুস সাহিহা' গ্রন্থে (৬/৬১৫) হাদিসটি বর্ণনা করেন এবং হাদিসটিকে হাকেম (৪/৪৬০), নাসাঈ (২/১৭২), আহমাদ (৪/৩৬৭) ও তাবারানীর হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেন।]

শাইখ বিন বায (রহঃ) বলেন: "যাদুকর (কবিরাজ) যে তদবির করেছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। উদাহরণতঃ যদি জানা যায় যে, সে কিছু চুল কোন এক স্থানে রেখেছে কিংবা চিরুনীতে রেখেছে কিংবা অন্য কোথাও রেখেছে; যদি জানা যায় যে, সে অমুক স্থানে রেখেছে তাহলে ঐ জিনিসিটি সে স্থান থেকে সরিয়ে পুড়ে ফেলতে হবে ও ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এর ফলে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে এবং যাদুকর যা করতে চেয়েছে সেটা ভণ্ডুল হয়ে যাবে।"মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতিস্ শাইখ বিন বায (৮/১৪৪)]

আপনার বাবার কাছে যে কাগজটি আছে সেটা মুক্ত হতে হবে ঐ কাগজটি ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলার মাধ্যমে। এর সাথে আপনার বাবাকে তাবিজ ঝুলানো ও তাবিজের সাথে সম্পৃক্ত থাকার গুনাহ থেকে তওবা করার উপদেশ দিতে হবে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।